দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ১২ ... ২০০২

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

তৃতীয় দিনের মতো ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ

□ বিডিআর পুলিশ ডিবি সিআইডি দিয়ে ঘেরাও

□ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য কিছুই জানেন না

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ আগের ২ দিনের মতো বুধবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল অবরুদ্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের পূর্বঘোষিত সংহতি সমাবেশ ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথগুলোতে ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ, বিডিআর, ডিবি এবং সিআইডি পুলিশ দিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি এসবের কিছুই জানি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিছিল-সমাবেশের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সরকারদলীয় 'বেসরকারি বাহিনী' (ছাত্রদল) ক্যাডার আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধ করতে ক্যাম্পাসে ব্যাপক মহড়া দিয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গতকাল ক্যাম্পাসে সব ধরনের মিছিল সমাবেশ ও মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ছাত্রছাত্রীরা শাহবাগ মোড়ে জমায়েত হতে গেলে পুলিশ তাদের উঠিয়ে দেয়। পরে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তাঙ্গনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

৫ই সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

ক্যাম্পাস ঃ অবরুদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রীরা মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবিতে বুধবার টিএসসি সড়ক-দ্বীপে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সংহতি সমাবেশ ও বৃহস্পতিবার প্রতীকী ক্লাস নেয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারের নির্দেশে গতকাল সকাল থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ-বিডিআর-এর পাশাপাশি ডিবি এবং সিআইডি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিকেল ৩টা থেকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। জনসাধারণের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। মধুর ক্যান্টিন, কলাভবন, শাহবাগ, টিএসসি, নীলক্ষেত, দোয়েল চত্বর, চানখারপুল ও পলাশী মোড়ে সাদা পোশাকধারী ডিবি ও সিআইডি পুলিশে ক্যাম্পাস গিজগিজ করতে থাকে। গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পাসে গতকাল বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার প্রায় ১ হাজার সদস্য মোতায়েন ছিল।

সকাল থেকে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী পুরো টিএসসি এলাকা ঘিরে রাখে। পুলিশ সশস্ত্র টহল দিতে থাকে। বিকেলে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যাপক জোরদার করা হয়। এ সময় সরকারি ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়। শাহবাগ, নীলক্ষেত, দোয়েল চত্বর, শহীদুল্লাহ হল, চাঁনখারপুল, পলাশী ও শহীদ মিনারের ৩টি পয়েন্টে পুলিশের সঙ্গে প্রায় আড়াই শতাধিক বিডিআর মোতায়েন করা হয়। বিকেলে পুলিশের রায়টকার ও জলকামান আনা হয়। পুলিশের যানবাহন চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ করায় ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ছাত্রদের ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শাহবাগ মোড়ে এক সিনিয়র সহকারী সচিবকেও পুলিশ গাড়ি থেকে নামিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রছাত্রীরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিকেল ৪টা থেকে শাহবাগ মোড়ে সমবেত হতে থাকে। পুলিশ তাদের এখান থেকে চলে যেতে বলে। ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে তাদের বাধা দেয়া হয়। পুলিশ তাদের বলে, ক্যাম্পাসে ঢুকে তাদের মিছিল-সমাবেশ করতে দেয়া হবে না। প্রায় শ'খানেক ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ১০ মিনিটের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করতে বলে। অন্যথায় তাদের রেইড করা হবে বলে জানায়। এ সময় ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা তাদের হুমকি প্রদান করে বলে ছাত্রছাত্রীরা জানান। এরপর ছাত্রছাত্রীরা শাহবাগ থেকে মুক্তাঙ্গনে মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, গতকাল গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পাবলিক লাইব্রেরি, মধুর ক্যান্টিন, চারুকলা, কলাভবন, টিএসসি এবং আশপাশ এলাকায় আন্দোলনকারীদের ধরতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

আজ ছাত্রছাত্রীরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কলাভবনের সামনে বটতলায় প্রতীকী ক্লাস করবে।